প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর
প্রশাসনিক উইং
রেজিষ্ট্রেশন শাখা

তালিকাভূক্তির নিয়মাবলী

১। কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরে তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী হিসাবে তালিকাভূক্ত / নিবন্ধিত হতে চাইলে উক্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক বা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ পরিচালক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ৫০০.০০ টাকার পে-অর্ডার (অফেরতযোগ্য) সমেত মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর এর অনুকুলে আবেদনপত্র ফরম প্রাপ্তির আবেদন করবেন। আবেদন পত্রটি ডাক যোগে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, নতুন বিমান বন্দর সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ এই ঠিকানায় এবং সরাসরি আবেদন করতে চাইলে বর্ণিত ঠিকানা অনুযায়ী আবেদন পত্রটি ডিজিডিপির সি আর শাখায় জমা করবেন। জমাকারীকে (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হতে হবে) আবেদন পত্র জমা হয়েছে মর্মে এতদসংশ্লিষ্ট প্রমানসহ অনধিক ০৫ কার্যদিবসের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট হতে তালিকাভূক্তির আবেদন ফরম নীতিমালাসহ সংগ্রহ করবেন।

২। **আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ**

(ক) আবেদনকারীর বয়স নুন্যতম ২৫ বৎসর হওয়ার পাশাপাশি মানসিকভাবে ভারসাম্য পুর্ন হতে হবে।

(খ) আবেদনকারী এবং তার বংশধরকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(গ) সামরিক বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত সদস্যদের ব্যক্তিগত নং উল্লেখ পুর্বক জীবন বৃত্তান্ত (যাহাতে সমগ্র চাকুরী সংক্রান্ত তথ্যাবলী উল্লেখ থাকতে হবে)। এক্ষেত্রে আর্মি রেগুলেশন (রুলস) ৩২২ প্রণীধান যোগ্য।

(ঘ) চাকুরীরত সামরিক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগনের ক্ষেত্রে আর্মি রেগুলেশন (রুলস) ৩২১ এবং আর্মি রেগুলেশন (ইনষ্ট্রাকশন) ২৩৯ ও ২৪০ প্রণিধান যোগ্য।

(ঙ) কোন অবস্থাতেই কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক/ স্বত্ত্বাধিকারী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক বা কর্মকর্তা-কর্মচারী ডিজিডিপির তালিকাভুক্ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক/ স্বত্ত্বাধিকারী বা ব্যাবস্থাপনা পরিচালক/ নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক বা কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে নিয়োজিত থাকলে তার নামে কোন প্রতিষ্ঠানকে অত্র মহাপরিদপ্তরের তালিকাভুক্ত করা হবে না। তথ্য গোপন করে তালিকাভুক্ত হলে প্রমান প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমাকৃত নিরাপত্তা জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করতঃ প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল করা হবে।

(চ) একই পরিবারভুক্ত নির্ভরশীল সদস্যদের নামে একাধিক প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হবে না।

৩। আবেদন পত্রের সাথে আবেদনকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী/হালনাগাদ নথিপত্রাদি (প্রথম শ্রেনীর মেজিষ্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেনীর সরকারী গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত পুর্বক) ০৩ সেট দাখিল করতে হবে ঃ

(ক) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স সনদ।

(খ) হালনাগাদ টি আই এন নম্বর উল্লেখ পুর্বক আয়কর ও মুল্য সংযোজন করের সনদপত্র।

(গ) আবেদনের তারিখ হতে পুর্ববর্তী ০৬(ছয় মাসের) ব্যাংক ট্রানজেকশনের বিবরণ ও ব্যাংক সলভেন্সী সনদপত্র।

(ঘ) আমদানী নিবন্ধন সনদ (আই আর সি) (বৈদেশিক মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে)।

(ঙ) চেম্বার অব কমার্স এর মেম্বারশীপ সনদ(বৈদেশিক মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে)।

(চ) ইনডেন্টিং সনদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিপত্র(বৈদেশিক মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে)।

(ছ) হলফনামা (এফিডেভিট) নোটারী পাবলিক কর্তৃক ১৫০.০০ টাকার ষ্ট্যাম্পে(পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবিসহ)।

(জ) সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনসহ মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন(সংস্থাটি যদি লিমিটেড কোম্পানী হয়)।

(ঝ) আবেদনকারীর (মালিক/চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকগণের) সদ্য তোলা ০৩ কপি রঙিন পাসপোর্ট আকারের ১ম শ্রেনীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ছবি ও জীবন-বৃত্তান্ত।

(ঞ) আবেদনকারীর (মালিক/চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকগণের) চারিত্রিক সনদ (প্রথম শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক) এবং স্থায়ী ঠিকানায় জাতীয়তা সনদ (ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক)।

(ট) আবেদনকারীর (মালিক/চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকগণের) ফার্মের মুদ্রিত প্যাডে আনুগত্য সনদ।

(ঠ) আবেদনকারীর (মালিক/চেয়ারম্যান,ব্যবস্থাপনা পরিচালক,নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকগণের) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (ফার্মের মুদ্রিত প্যাডে)।

(ঢ) পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পার্টনারশীপ চুক্তিনামাসহ প্রত্যেক পার্টনারদের জীবন-বৃত্তান্ত, ছবি, জাতীয়তা চারিত্রিক, আনুগত্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ।

(ড) মালিক/চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক,নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকগনের ফার্মের মুদ্রিত প্যাডে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য সনদ।

(ণ) আবেদনকারীর (মালিক/চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকগণের) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ (এস এস সি পাশ হলে উক্ত পরীক্ষা পাসের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি এবং এস এস সি পাশ না হলে স্কুল/ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা চেয়ারম্যান কর্তৃক বয়স উল্লেখ পুর্বক সনদ)।

(ত) তালিকাভুক্তির আবেদনপত্রটি অবশ্যই স্পষ্ট হাতে লিখে বা টাইপ মেশিনে পুরন করতঃ (কোন প্রকার ঘষা - মাজা ব্যতিরেকে) জমা করতে হবে ।

(থ) নিরাপত্তা গোপনীয় সার্টিফিকেট।

৪। ডিজিএফআই'র প্রাথমিক নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ডিজিডিপি'র তালিকাভুক্তির সাধারণ গ্রুপের বিপরীতে তালিকাভুক্ত করা যাবে। সাধারণ তালিকাভুক্ত গ্রুপ সমুহ নিম্নরূপ ঃ

ক। গ্রুপ- ১ ঃ যান্ত্রিক পরিবহন এবং উহার যন্ত্রাংশ ও ব্যাটারী ।

খ। গ্রুপ - ২ ঃ সংকেত,ইলেকট্রনিক্স,বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও উহার যন্ত্রাংশ ।

গ। গ্রুপ - ৩ ঃ ঔষধ,তড়িৎ,চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্য ।

ঘ। গ্রুপ - ৫ ঃ বস্ত্র,ব্যারাক,টেনটেজ,শিবির সরঞ্জাম,হাসপাতাল ও অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্য ।

ঙ। গ্রুপ - ৬ ঃ কারখানা ও পরীক্ষা সরঞ্জাম ।

চ। গ্রুপ - ৭ ঃ মনুষ্য ও পশুখাদ্য,স্বাস্থ্য ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সহ সেনাবাহিনীর সরবরাহ কোরের পণ্যাদি।

ছ। গ্রুপ - ৮ ঃ যাবতীয় যন্ত্র এবং গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট ।

জ। গ্রুপ - ৯ ঃ ষ্টেশনারী,অফিসে ব্যবহার্য পণ্য ও ফটো সরঞ্জাম ।

ঝ। গ্রুপ - ১১ ঃ নির্মান সরঞ্জাম /উপাদান,লোহালক্কড় ও সাধারন প্রকৌশল মালামাল।

ঞ। গ্রুপ - ১২ ঃ রং,রাসায়নিক দ্রব্য ও মোড়ক উপকরণ।

৫। সাধারণ গ্রুপের বিপরীতে তালিকাভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান গ্রুপ ৪ ও ১০ এর বিপরীতে তালিকাভুক্ত হতে চাইলে প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী গ্রুপ ৪ ও ১০ এ তালিকাভুক্তির আবেদন করবে । আবেদনের আলোকে উহা ডিজিএফআই কর্তৃপক্ষের বিশেষ নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য প্রেরণ করা হবে। ডিজিএফআই হতে বিশেষ নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষ্যে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তির বিশেষ গ্রুপে সরবরাহকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হবে । তালিকাভুক্তির বিশেষ গ্রুপ সমুহ নিম্নরূপ ঃ

<u>তালিকাভুক্তির সাধারণ গ্রুপ সমুহ</u>

(1) গ্রুপ - ৪ ঃ **অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারূদ ।**

(2) গ্রুপ - ১০ ঃ **বিমান, হেলিকপ্টার ও নৌ-ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ ।**

৬। সরবরাহকারীদের নিকট হতে আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর আবেদন পত্রের সাথে সরবরাহকৃত নথিপত্রাদি/দলিল-দস্তাবেজ অনধিক ০৫ কার্যদিবসের মধ্যে যাচাই/বাছাই সম্পন্ন করা হবে। প্রাথমিক যাচাই/বাছাইয়ের পর নথিপত্রাদি সঠিক পাওয়া গেলে তা অনধিক ০৫ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে/পক্ষে

নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহনের নিমিত্তে ডিজিএফআই'তে প্রেরণ করা হবে। একই সাথে দাখিলকৃত নথিপত্রাদির সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে।

৭। ডিজিএফআই এর নিকট হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর এবং নথিপত্র সঠিকতা যাচাইয়ের পর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান'কে অনধিক ০৫ কার্যদিবসের মধ্যে তালিকাভূক্তি ফি বাবদ ২,০০০.০০ টাকা এবং নিরাপত্তা জামানত বাবদ ৫০,০০০.০০ টাকার পে-অর্ডার (মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর এর অনুকুলে) জমা করার জন্য পত্র দেওয়া হবে। তবে তালিকাভুক্তি ফি ও নিরাপত্তা জামানতের অর্থের পরিমান পুনঃ নির্ধারিত হলে পুনঃনির্ধারিত অর্থই জমা করতে হবে।

৮। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তালিকাভূক্তি ফি বাবদ ২,০০০.০০ টাকা এবং নিরাপত্তা জামানত বাবদ ৫০,০০০.০০ টাকার পে-অর্ডার প্রাপ্তি সাপেক্ষে অনধিক ০৩ কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভূক্তির কার্যক্রম গ্রহন করা হবে ।

৯। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্রাদি অত্র মহাপরিদপ্তর কর্তৃক নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য ডিজিএফআই এ প্রেরনের পর যদি নিরাপত্তা ছাড়পত্র পেতে এক বা একাধিক আর্থিক বৎসর উত্তীর্ন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মেয়াদোত্তীর্ণ নথিপত্র/সনদপত্রের হালনাগাদ কপি উপস্থাপনের জন্য পত্র লিখা হবে।

১০। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ছাড়পত্র ডিজিএফআই কর্তৃক প্রদান করা হয় না কিংবা উহা কি কারনে দেওয়া হলো না উহা অত্র মহাপরিদপ্তরকে ডিজিএফআই কর্তৃকপক্ষ জানায় না বা জানানোর নিয়ম নাই। এরূপ অবস্থায় অত্র মহাপরিদপ্তর কর্তৃক নিরাপত্তা ছাড়পত্র না দেওয়া/না প্রাপ্তির কারণ সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে জানানো হবে না। তবে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক মৌখিকভাবে ডিজিএফ আই কর্তৃক নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয় নাই মর্মে জানানো হবে ।

১১। অত্র মহাপরিদপ্তরের তালিকাভূক্তির গ্রুপ - ৪ঃ অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং গ্রুপ-১০ ঃ বিমান, হেলিকপ্টার, নৌ-ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ, এতদসংশ্লিষ্ট রাডার বা উহার যন্ত্রাংশ ইত্যাদি সংবেদনশীল ও গোপনীয় বিধায় উক্ত গ্রুপদ্বয়ের অনুকুলে কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হতে চাইলে সেক্ষেত্রে সরবরাহকারীকে প্রতিষ্ঠানের প্যাডে উক্ত গ্রুপের জন্য আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে। যার অনুকুলে ডিজিএফআই হতে বিশেষ নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহন করতে হবে। তবে সরবরাহকারী যদি গ্রুপ- ৪ ও ১০ এর অন্তর্ভূক্ত পণ্যের প্রস্তুতকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত হতে চায় সেক্ষেত্রে উহার স্বপক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র / সনদ উপস্থাপন করতে হবে। স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডিজিএফআই এর নিরাপত্তা ছাড়পত্রও গ্রহণ করা হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র অত্র মহাপরিদপ্তর কর্তৃক সঠিকতা যাচাই সাপেক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে গ্রুপ- ৪ ও ১০ এর অনুকুলে তালিকাভূক্তি প্রদান করা হবে।

১২। ডিজিএফআই কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের মেয়াদ প্রদানের তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে উক্ত মেয়াদ নবায়ন যোগ্য। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে মেয়াদ পুর্তির কমপক্ষে ০৯(নয়) মাস পুর্বে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পুর্ববর্তী ০৪ বৎসর ০৩ মাসের কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণী দাখিল করতে হবে। নিরাপত্তা ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ন হলে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে বর্ননা অনুযায়ী আবেদনপত্র পাওয়া না গেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকাভূক্তি বাতিল করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্নের বিষয়টি কোন ক্রমেই বিবেচনা যোগ্য হবে না। তবে যথাসময়ে নবায়ণ না করার কারণে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান ইচছা করলে নতুনভাবে পুনঃ তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করতে পারবে ।

১৩। কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকের শারীরিক অসুস্থ্যতা/মৃত্যু জনিত কারনে শুধুমাত্র তার বৈধ উত্তরাধীকারের নামে মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে। উল্লেখ্য মালিকানা হস্তান্তর/ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যাকে মালিকানা হস্তান্তর করা হবে তার নামে সমুদয় কাজগপত্র হালনাগাদ করতঃ যাবতীয় কাজগপত্রাদিসহ পুনরায় অত্র মহাপরিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত আইন মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। পাওয়ার অব এ্যাটর্নীর মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তান্তর/পরিবর্তন করা হলে তা কোন অবস্থাতেই অত্র মহাপরিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত হবে না ।

১৪। কোন প্রতিষ্ঠান যে নামে বা ঠিকানায় তালিকাভুক্ত হবে শুধুমাত্র সে নাম বা ঠিকানা ব্যবহার করে অত্র প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন করতে পারবে। ভিন্ন নাম/ঠিকানা ব্যবহার করে উক্ত প্রতিষ্ঠান ডিজিডিপি'র কোন ক্রয় কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করতে পারবেনা। অপরিহার্য কারণে কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে ঠিকানা পরিবর্তনের অপরিহার্যতার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতঃ নিম্ববর্ণিত কাগজপত্রসহ উহা অত্র মহাপরিদপ্তরকে

জানাতে হবে । শুধুমাত্র অত্র মহাপরিদপ্তরের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে কোন প্রতিষ্ঠান পরিবর্তীত ঠিকানায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে ।

ক । নুতন ঠিকানায় হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি ।
খ । হালনাগাদ আয়কর পরিশোধিত নুতন ঠিকায় টি আই এন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি ।
গ । নুতন ঠিকানায় ভ্যাট সনদের সত্যায়িত ফটোকপি ।

১৫ । অত্র মহাপরিদপ্তরে তালিকাভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক/চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ নির্বাহী পরিচালক / পরিচালক অত্র মহাপরিদপ্তরে তালিকাভুক্ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক /চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ নির্বাহী পরিচালক / পরিচালক/ প্রতিনিধি হিসাবে কোন কাগজপত্র/দলিল-দস্তাবেজ স্বাক্ষর বা প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না । ইহার ব্যতিক্রম হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল করা হবে ।

১৬ । তালিকাভূক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দলিল - দস্তাবেজ স্বাক্ষরের বিষয়ে তালিকাভূক্তি আবেদন পত্র ফরমে উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিনিধির সংশ্লিষ্টতা বৈধ হিসাবে গ্রহণ যোগ্য হবে না । তালিকাভূক্তি আবেদন পত্র ফরমে উল্লেখিত ব্যক্তি/প্রতিনিধির নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালকগণ'কে পরিবর্তনের বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করে নুতন / পরিবর্তীত ব্যক্তির পুর্নাংগ জীবন-বৃত্তান্তসহ ৫০০.০০টাকার পে-অর্ডার সমেত নুতন তালিকাভুক্তির আবেদন পত্র ফরম প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে । উক্ত আবেদনপত্র ফরম পুনরায় নুতনভাবে পুরন করে অত্র মহাপরিদপ্তরে জমা করলে প্রতিনিধি পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করা হবে ।

১৭ । তালিকাভুক্তির পর প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং একজন প্রতিনিধি'কে পরিচয় পত্র প্রদান করা হবে । পরিচয় পত্রের জন্য ২০০.০০ টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট এবং ০২ কপি ষ্ট্যাম্প সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি জমা করতে হবে । প্রতি অর্থ বৎসরে ২০০.০০ টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট জমা করতঃ পরিচয় পত্র নবায়ন করা যাবে । তবে বর্ণিত হার পরিবর্তন যোগ্য । পরিচায়পত্র গ্রহনকারী ব্যক্তি ব্যতিত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যকোন ব্যক্তি/প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে কোন নথিপত্র গ্রহন/হস্তান্তর করতে পারবে না ।

১৮ । পরিচয় পত্র হারাইয়া গেলে তৎক্ষনাৎ নিকটস্থ থানায় এজাহার(জিডি) করে উহার সত্যায়িত কপি ও জরিমানা সহ অত্র মহাপরিদপ্তরে আবেদন করতে হবে । প্রতিটি পরিচয় পত্রের জন্য জরিমানার পরিমান ২০০.০০ টাকা যা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট এর মাধ্যমে জমা করতে হবে ।

১৯ । প্রতি বৎসর ৩০ জুন এর মধ্যে প্রত্যেক তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য নবায়ন ফি বাবদ ৫০০.০০(পাঁচশত) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট **মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর এর অনুকুলে জমা করে তালিকাভুক্তি নবায়ন করতে পারবে** । পর পর ০৩(তিন) বৎসর প্রতিষ্ঠানের নবায়ন ফি জমা দিতে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের তালিকাভূক্তির বাতিল বলে গণ্য হবে ।

২০ । কোন প্রতিষ্ঠান অত্র মহাপরিদপ্তরে তালিকাভুক্তি বাতিল পুর্বক নিরাপত্তা জামানতে অর্থ ফেরত পেতে চাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান যে ব্যক্তির নামে তালিকাভুক্ত হয়েছে উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্যাডে মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের বরাবরে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রটি প্রাপ্তির পর অত্র মহাপরিদপ্তরের সকল ক্রয় শাখার অনাপত্তি ছাড়পত্র গ্রহন সাপেক্ষে অনধিক ১০ কার্যদিবসের মধ্যে নিরাপত্তা জামানতে অর্থের (৫০,০০০.০০ টাকা) ক্রসড চেক উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে শুধুমাত্র আবেদনকারীকেই হস্তান্তর করা হবে । কোন অবস্থাতেই প্রতিনিধিকে ক্রসড চেক হস্তান্তর করা হবে না । তবে আবেদনকারীর মৃত্যু হলে তার বৈধ উত্তরাধিকারীদেরকে হস্তান্তর করা যেতে পারে ।

২১ । এই নীতিমালায় বর্ণনা করা হয় নাই অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে উদ্ভুত যে কোন সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে অত্র মহাপরিদপ্তরে কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হিসাবে গন্য হবে ।

২২ । ইতিপুর্বে প্রচলিত/ প্রচারিত তালিকাভুক্তির নীতিমালা সংশ্লিষ্ট যে কোন অফিস আদেশ/অন্যান্য আদেশাবলী বর্ণিত এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে বাতিল বলে গন্য হবে ।